

বড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ।

প্রহসন।

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রণীত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বতরাজারস্থ ১৮৭ সংখ্যক ভবনে

উদ্ভাবনযোগ্য যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৬৭ সাল।

Acc. No. 10301

Date- 29.3.96

Item No. B/B-4817 নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

Don. By .

ভক্তপ্রসাদ বাবু ।

পঞ্চানন বাচস্পতি ।

অনন্দ বাবু ।

গদাধর ।

হানিফ্‌গাজি ।

রাম ।

পুঁটি ।

কতেমা (হানিফের পত্নী ।)

ভগী ।

পৃষ্ঠী ।

বুড় সালিকের ঘাড়ে রৌ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গভাক।

পুষ্করিণী তটে, বাদামতলা।

গদাধর এবং হানিক গাজীর প্রবেশ।

হানি। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া।
এবার যে পিরির দরগায় কত ছিন্নি দিছি
তা আর বলবো কি। তা ভাই কিছুতেই
কিছু হয়ে উঠলো না। দশ ছালা ধানও
বাড়ী আনতি পাল্লাম না—খোদা তালার
মজ্জি!

গদা। বিষ্টি না হলো কি কখন ধান
হয় রে? তা দেখ এখন কতাবাবু কি
করেন।

হানি। আর কি করবেন? উনি
কি আর খাজনা ছাড়বেন?

গদা। তবে তুই কি করবি?

হানি। আর মোর মাথা করবো?
এখানে মলিই বাচি। এবার যদি লাফল-
ধান আর গরু দুটা যায় তা হলি তো
আমিও গেলাম্। হা আল্লা! বাপু দাদার
ভিটেটাও কি আখোর ছাড়তি হলো!

গদা। এই যে কতাবাবু এদিকে
আসছেন। তা আমিও তোর হয়ে দুই
এক কথা বলতে কস্ব করবো না। দেখ
কি হয়।

[ভক্তবাবুর প্রবেশ।]

হানি। কতাবাবু, সালাম করি!

ভক্ত [বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া।]
হ্যারে হানকে, তুই বেটা তো ভারি
বজ্জাত। তুই খাজনা দিস্নে কেন রে,
বল তো? [মানা জপন।]

হানি। আগো কত, এবারহার কস-
লের হাল আপনি তো সব ওয়াকিফ
হয়েছেন।

ভক্ত। তোদের কসল হৌক আর
না হৌক তাতে আমার কি ব্যয়ে গেল?

হানি। আগো, আপনি হচোন
কত—

ভক্ত। ময় বেটা, কোম্পানীর সরকার
তো আমাকে ছাড়বে না। তা এখন বল
—খাজনা দিবি কি না।

হানি। কতাবাবু, বন্দা অনেক কালো
রাইওং, এখনে আপনি আমার উপর
মেহেরবানি না কলি আমি আর যাবো
কনে। আমি এখনে বারোটি গোড়া পয়সা
ছাড়া আর এক কড়াও দিতি পারি না।

ভক্ত। তুই বেটা তো কম বজাৎ
নয় রে। তোর ঠেঁয়ে এগারো সিকে
পাওয়া যাবে, তুই এখন তাতে কেবল
তিন সিকে দিতে চাস। গদা —

গদা। আক্ষেএএএ

ভক্ত। এ পাঞ্জি বেটাকে বরে নে
যেয়ে জমাদারের জিন্দে করে দে আয় তো।

গদা। যে আক্ষে [হানিফের প্রতি]
চল রে।

হানি। কতাবাবু, আমি বড় কাঙাল
রাইওং! আপনার খায়ে পরেই মানুষ
হইছি, এখনে আর যাবো কনে?

ভক্ত। নে যা না—আবার দাঁড়া
কেন?

গদা। চল না।

হানি। দেয়াই কত্তার, দেয়াই জমা-
দারের। [গদার প্রতি জনান্তিকে] তুই
ভাই আমার হয়ে দুএটা কথা বলনা
কেন?

গদা। আচ্ছা! তবে তুই একটু সরে
দাঁড়া। [ভক্তের প্রতি জনান্তিকে]
কতাবাবু—

ভক্ত। কি রে—

গদা। আপনি হানিফকে এবারকার
মতন মাফ করুন।

ভক্ত। কেন?

গদা। ও বেটা এবার যে ছুড়ীকে
নিকে করেছে তাকে কি আপনি দেখছেন?

ভক্ত। না।

গদা। মশায়, তার রূপের কথা
আর কি কবো! বয়েস বছর উনিশ,
এখনও ছেলে পিলে হয় নি, আর রঙ যেন
কাঁচা সোণা।

ভক্ত। [মালা শীঘ্র জপিতে জপিতে]
আঁ, আঁ, বলিস কি রে?

গদা। আজ্ঞে, আপনার কাছে কি
আর মিথো বলিচি? আপনি তাকে
দেখতে চান তো বনুন।

ভক্ত। [চিন্তা করিয়া] মুসলমান
মাগীদের মুখ দিয়ে যে প্যাঁজের গন্ধ-ভক্‌ভক্‌
করে বেরোয় তা মনে হলো বমি এসে।

গদা। কতাবাবু, সে তেমন নয়।

ভক্ত। [চিন্তা করিয়া] মুসলমান!
যবন! স্লেচ্ছ! পরকালটাও কি নষ্ট
করবো?

গদা। মশায়, মুসলমান হলো তো
বয়ে গেল কি? আপনি না আমাকে
কতবার বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়াল-
দের মেয়েদের নিয়ে কেলি কতোন।

ভক্ত। দীনবন্ধো, তুমিই যা কর
হাঁ, স্বীলোক—তাদের আবার জাত কি?
তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপ, এমন তো
আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে;—
বড় সুন্দরী বটে, আঁ? আচ্ছা, ডাক,
হানিফকে ডাক।

গদা। ও হানিফ এদিকে আয়।

হানি। আঁ, কি?

ভক্ত। ভাল, আমি যদি আজ তিন
সিকে নিয়ে তোকে ছেড়ে দি, তবে
তুই বাদ্যবাকি টাকা কবে দিবি বল
দেখি?

হানি। কতামশায়, অজ্ঞাতলা চায়
তো মাস দ্যাড়েকের বিাচই দিতি
পারবো।

ভক্ত। আচ্ছা, তবে পরসাগুলে দেওয়ানজীকে দে গে।

হানি। [সহর্ষে] যাগো কত্তা, [কপত] বাচলাম! বারো গোঙা "পরস" তো গাঁটি আছে, আর আট সিকে কাছায় বান্ধে আনেছি, যদি বড় পেড়াপেড়ি কত্তো তা হলি সব দিয়ে ফালাতাম। [প্রকাশে] সালাম কত্তা।

[প্রস্থান।]

ভক্ত। ওরে গদা—

গদা। আজে এ এএ

ভক্ত। এ ছুঁড়িকে তো হাত কত্তো পারবি?

গদা। আজ্ঞে, তার ভাষনা কি? গোটা কুড়িক্ টাকা খরচ কল্যে——

ভক্ত। কু-ড়ি টা-কা! বলিম্ কি?

গদা। আজ্ঞে এর কম হবে না, বরঞ্চ জেম্বাদা নাগলেও নাগদে পারে, হাজারো হোক ছুঁড়ি বটমানুষ কি না।

ভক্ত। আচ্ছা, আমি যখন বৈটক-খানায় যাবো তখন আসিস, টাকা দেওয়া যাবে।

গদা। যে আজ্ঞে।

ভক্ত। [নেপথ্যভিমে] অবলোকন করিয়া! ও কে? বাচস্পতি না?

[বাচস্পতির প্রবেশ।]

কেও? বাচস্পতি দাদা যে! প্রণাম! এ কি?

বাচ। আর ছুঁথের কথা কি বলবো, এত দিনের পর মাঠাছুক্কণের পরলোক হয়েছে! [রোদন]।

ভক্ত। বল কি? তা এ কবে হলো?

বাচ। অন্য চতুর্থ দিবস।

ভক্ত। হয়েছিল কি?

বাচ। এমন কিছু নয়, তবে কি না বড় প্রাচীন হয়ে ছিলেন।

ভক্ত। প্রভো, তোমারই ইচ্ছা! এ বিষয়ে ভাই আক্ষেপ করা বুঝা।

বাচ। তা সত্য বটে, তবে এক্ষণে আমি এদায় হতো যাতে মুক্ত হই তা আপনাকে কত্তো হবে! যে কিঞ্চিৎ ব্রহ্মত্ব ভূমি ছিল, তা তো আপনার বাগানের মধ্যে পড়াতে বাজেআপ্ত হয়ে গিয়েছে!

ভক্ত। আরে, যা হয়ে বয়ে গিয়েছে সে কথা আর কেন?

বাচ। না, সে তো গিয়েইছে— "পতঙ্গ শোচনা নাস্তি"—সে তো এমনও নেই, অমনও নেই, তবে কি না আপনার অনেক ভরসা করে থাকি, তা, যাতে এ দায় হতে উদ্ধার হতে পারি, তা আপনাকে অবশ্যই করতে হবে।

ভক্ত। আমার ভাই এ নিতান্ত দু-সময়, অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় বিশ হাজার টাকা রাজনা দাখিল কত্তো হবে।

বাচ। আপনার এ রাজসংসার। মা কমলার কপায় আপনার অপ্রভুল কিসের? কিঞ্চিৎ কটাক্ষ কল্যে আমার মত সহস্র লোক কত দায় হতে উদ্ধার হয়।

ভক্ত। আমি যে এ সময়ে ভাই তোমার কিছু উপকার করো উঠি, এমন তো আমার কোন মতেই বোধ হয় না। তা তুমি ভাই অন্ততঃ চেষ্টা কর। দেখি, এর পরে যদি কিছু কত্তো পারি।

বাচ। বাবুজী, আপনি হচোন ভূপাণী, রাজা; আপ্ণার সম্মুখে তো আর অধিক কিছু বলা যায় না; তা আপনার যা বিবেচনা হয় তাই করুন। [দীর্ঘ-নিশ্বাস] এক্ষণে আমি তবে বিদায় হসোম।

ভক্ত। [স্বগত] প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। আহা, ছুঁড়ির কি চমৎকার রূপ গা, আর একটু ছেনালিও আছে। তা দেখি কি হয়।

[চাকরের গাছু গামছা লইয়া প্রবেশ।]
এখন যাই, সন্ধ্যা আফিকের সময় উপস্থিত হলো। [গাতোখান করিয়া] দীনবন্ধো! তুমি যা কর! আঃ, এ ছুঁড়িকে যদি হাত কতো পারি।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।

হানিফ্‌গাজীর নিকতন সম্মুখে।

(হানিফ্‌ এবং ফতেমার প্রবেশ।)

হানি। বলিস্‌ কি? পদ্মশ টাকা?
ফতে। মুই কি আর খুঁট কথা বলছি।

হানি। [সরোষে] এমন গুরুখোর হারামজাদা কি ভঁহুদের বিচে আর দুজন আছে? শালা রাইওং বেচারিগো জানে মারো, তাগোর সব লুটে লিয়ে, তার পর এই করে। আচ্ছা দেখি, এ কুম্পানির মূল্যকে এনছাফ আছে কি না। বেটা কাকেরকে আমি গুরু খাওয়ায়ে তবে ছাড়বো। বেটার এত বড় মক্‌দুর। আমি গরিব হলাম বল্যে বয়ে গেলো কি? আমার বাপ দাদা নওয়াবের সরকারে চাকুরী করেছে, আর মোর বুন, কখনো বারয়ে গিয়ে তো কশবগিরি করে নি। শালা—

ফতে। আরে গিছে গোসা কর কেন? ঐ দেখ, যে কুটনী মাগীকে মোর কাছে পেটেয়েছ্যাল, সে ফের এই দিগে আসতেচে।

হানি। গস্তানীর মাথাটা ভাঙ্তে পাক্তাম, তা হলি গাটা ঠাণ্ডা হতো।

ফতে। চল; মোরা একটু তফাতে দাঁড়াই, দেখি মাগী আছে কি করে।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(পুঁটির প্রবেশ।)

পুঁটি। (চতুর্দিক্‌ অবলোকন করিয়া স্বগত) খু, খু, পাতিনেড়ে বেটাদের বাড়ী-য়েও আসতে গা বমি বমি করে। খু, খু, কুকড়র পাখা, পমাজের খোষা। খু, খু, তা করি কি? ভক্তবাবু কি একশ্বে কখনও ক্ষান্ত হবে। এত যে বুড়, তবু আজো যেন রস উতলে পড়ে। আজ না হবে তো ত্রিশ বছর ওর কম্ব কচ্ছি, এতে যে কত কুলের ঝি বউ, কত রাঁড়, কত মেয়ের পর-কাল খেয়েছি তার কিছু ঠিকানা নাই। (সহাস্ত বদনে) বাবু এদিকে আবার পরম বৈকব, মালা ঠকঠকিয়ে বেড়ান—ফি মোমবারে হরিষা করেন—আ মরি, কি নিষ্ঠে গা! (চিন্তা করিয়া) সে যাক্‌ মেনে, দেখি এখন এ মাগীকে পারি কি না। পীতেন্সরে তেলীর মেয়েকে এ সব কথা বলতে ভয় পায়। সে তো আর দুঃখী কাক্সালের বউ নয় যে দুই চার টাকা দেখলে নেচে উঠবে। আর ভক্তবাবুর যদি যুব-কাল থাকতো তা হলেও ক্ষতি ছিলো না। ছুঁড়ি যদি নারাজ হয়ে রাগতো তা হলো নয় কথাটা ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিতেম। তা দেখি, এখানে কি হয়।

(উচ্চৈঃস্বরে) ও ফতি! তুই বাড়ী আচিস্‌?

নেপথ্যে। ও কে ও?

পুঁটি। আমি, একবার বেরো তো।

[ফতেমার প্রবেশ]

ফতে পুঁটি দিদি যে, কি খবর?

পুঁটি। হানিফ্‌ কোথায়?

ফতে। সে ক্ষেতে • লাসল দতি গেছে।

পুঁটি। [স্বগত]। আপদ গেছে। গিন্দ্র যেন যমের দূত [প্রকাশে] ও দ্বিত তুই এখন বলিস্ কি ভাই?

ফতে। কি বলবো?

পুঁটি। আর কি বলবি, সোণার খাবি, সোণার পরবি, না এখানে যদি হস্ত থাকবি?

ফতে। তা ভাই যার যেমন নসিব। তুই মোকে জওয়ান খসম্ ছেড়ে একটা বুড় কাছে যাতি বলিস্, তা সে বুড় মলি ভাই আমার কি হবে?

পুঁটি। আঃ ও সব কপালের কথা, ও সব কথা ভাবতে গেলে কি কাজ চলে? এই দেখ, পঁচিশটে টাকা এনেছি। যদি এ কন্স করিস্ তো বল, টাকা—দি: আর না করিস্ তো তাও বল, আমি চল্লেম্।

ফতে। দাঁড়া ভাই, একটু সদর কর না কেন।

পুঁটি। তুই যদি ভাই আমার কথা তিনিস্ তবে তোর আর দেবির করে কাজ নাই।

ফতে। [চিন্তা করিয়া] আচ্ছা ভাই দে, টাকা দে।

পুঁটি। দেখিস্ ভাই, শেষে যেন গোল না হয়।

ফতে। তার জন্তে ভয় কি? আমি সাজের বেলা তোদের বাড়ীতে যাব এখন। দে, টাকা দে। তা ভাই, একথা তো কেউ মালুম্ কতি পারবে না?

পুঁটি। কি সন্দেহ! তাও কি হয়। আর একথা লোকে টের পেলে আমাদের খত লাজ তোর তো আর তত নয়। আমরা হলোম হিঁদু, তুই হলি নেড়েদের মেয়ে,

তোদের তো আর কুল মান নাই, তোর রাঁড় হলো আবার বিয়ে করিস্।

ফতে। (সহাস্ত বদনে) মোরা রাঁড় হলি নিকা করি, তোর ভাই কি করিস্ বল দেখি। সে যাহোক মেনে, এখন দে, টাকা দে।

পুঁটি। এই নে।

ফতে। (টাকা গণনা করিয়া) এ যে কেবল এক কন্স পাঁচ গুণ্ডা টাকা হলো।

পুঁটি। ছ টাকা ভাই আমার দস্তুরী।

ফতে। না, না, তা হবে না, তুই ভাই ছ টাকা নে।

পুঁটি। না ভাই, আমাকে না হয় চারটে টাকা দে।

ফতে। আচ্ছা, তবে তুই বাকি দুটে টাকা দিয়ারে দে।

পুঁটি। এই নে—আর দেখ, তুই সাজের বেলা ঐ আববাগানে যাস্, তার পরে আমি এসে তোকে নে যাবো।

ফতে। আচ্ছা, তুই তবে এখন যা।

পুঁটি। দেখ্ ভাই, এক কন্স মানুষের টাকা নয়, এ টাকা বজ্জাতি করে হজম্ করা তোর আমার কন্স নয়, তা এখন আমি চল্লেম্। [প্রস্থান।]

[হানিদের পুনঃপ্রবেশ।]

হানি। [নেপথ্যভিমুখে অবলোকন করিয়া সরোষে] হারামজাদীর মাথাটা ভাঙ্গি, তা হলি গা জুড়ায়। হা আচ্ছা, এ কাকের শালা কি মুসলমানের ইজ্জৎ মাতি চায়। দেখিস্ ফতি, যা কয়ে দিছি যেন ইয়াদ থাকে, আর তুই সম্মুখে চলিস্; বেটা বড় কাকের, যেন গায়টায় হাত না দিতি পায়।

ফতে। তার জন্তি কিছু ভাব্তি হবে না। ঐ দেখ, এদিকে কেটা আসতেছে, আমি পালাই। [প্রস্থান।]

[বাচস্পতির প্রবেশ।]

বাচ। [স্বগত] অনেক কাঠের দেখছি
আবশ্যক হবে, তা ঐ প্রাচীন তেতুলগাছ-
টাই কাটা যাউক না কেন? আহা! বাল্য-
বস্থায় যে ঐ বৃক্ষমূলে কত ক্রীড়া করেছি
তা মরণপথারূঢ় হলো মনটা চকল হয়।
[দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া] দূর হোক
ও সব কথা আর এখন ভাবলে কি হবে।
[উচ্চৈঃস্বরে] ও হানিকগাজী।

হানি। আগো, কি বলচো?

বাচ। ওরে দেখ একটা তেতুলগাছ
কাটতে হবে, তা তুই পারবি?

হানি। পারবো না কেন?

বাচ। তবে তোর কুড়ালিখান নে
আমার সঙ্গে আয়।

হানি। ঠাকুর, কতাবাবু এই ছরাদের
জগ্গি তোমাকে কি দেছে গা?

বাচ। আরে ওকথা আর কেন
জিজ্ঞাসা করিস? যে বিধে কুড়িক ব্রহ্মত্র
ছিল তা তো তিনি কেড়ে নিয়েছেন, আর
এই দায়ের সময় গিয়ে জানালেম, তা তিনি
বলেন যে এখন আমার বড় কুসময়, আমি
কিছু দিতে পার্বে না; তার পার কত
করে বলো করে পাঁচটি টাকা বাব
করেচি। [দীর্ঘনিশ্বাস] সকলি কপালে
করে!

হানি। [চিন্তা করিয়া] ঠাকুর,
একবার এদিকে আসো তো, তোমার
সাতে মোর খোড়া বাং চিত আছে।

বাচ। কি বাং চিত, এখানেই
বলুন কেন?

হানি। আগো না, একবার ঐ দিকে
যাতি হবে।

বাচ। তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।]

[ফতেমার এবং পুঁটির পুনঃপ্রবেশ।]

পুঁটি। না ভাই, ও আঁব বাগানে
হলো না।

ফতে। তবে তুই ভাই মোকে
কোথায় নিয়ে যেতে চাস তা বল?

পুঁটি। দেখ, ঐ যে পুখুরের ধারে
দাঙ্গা শিবের মন্দির আছে, সেইখানে
তোকে যেতে হবে, তা তুই রাত্ চারষড়ীর
সময় ঐ গাছতলায় দাঁড়াস, তার পরে
আমি এসে যা কতো হয় করে কয়ে
দেবো।

ফতে। আচ্ছা, তবে তুই যা দেখিস
ভাই এ কথা যেন কেউ টের টোর না
পায়।

পুঁটি। ওলো, তুই কি কায়েৎ না
বামণের মেয়ে যে তোর এতো ভয়
লো?

ফতে। আমি যা হই ভাই, আমার
আদমি একথা টের পালি আমাগো দুজন-
কেই গলা টিপে মেরে ফেলাবে।

পুঁটি। [সত্ৰাসে] সে সতি কথা।
উঃ! বেটা যেন ঠিক ফদত। তবে
আমি এখন যাই।

[প্রস্থান।]

ফতে। [স্বগত] দেখি, আজ রাত্তির
বেলা কি তামাশা হয়; এখন যাই, খানা
পাকাই গে।

[প্রস্থান।]

[বাচস্পতি এবং হানিকের পুনঃপ্রবেশ।]

বাচ। শিব! শিব! এ বয়েসেও
এতো? আর তাতে আবার যবনী!
রাম বলো! কলিদেব এত দিনেই যথার্থ-
রূপে এ ভারতভূমিতে আবির্ভূত হলেন।
হানিক, দেখ, যে কথা বলোম তাতে যেন

বুড় সালিকের ঘাড়ে ধৌ।

খব সতর্ক থাকিস্। এভেদেখ'ছি আমা-
দের উভয়েরই উপকার হতে পারবে।

হানি। যাগো, তার জন্মি ভাবতি
হবে না।

বাচ। এখন চল। তোর কুড়ালি
কোথায়?

হানি। কুরুলখান বুঝি কেতে পড়ে
আছে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাস্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্তাস্ক।

ভক্তপ্রসাদ বাবুর বৈটক্খান।

ভক্তবাবু আসীন।

ভক্ত। [সগত] আঃ! বেলাটা কি
আজ আর ফুরবে না? [হাই তুলিয়া]
দাঁনবন্ধো! তোমারই ইচ্ছা। পুঁটি বলে
যে পক্ষীটুঁড়িকে পাওয়া দুসর, কি দুঃখের
বিষয়! এমন কনক পদুটি তুলতে পাল-
লেম্ না হে। সমাগরা পৃথিবীকে জয়
করো পার্থ কি অবশেষে প্রমীলার হস্তে
পরভূত হলেন। যা হোক, এখন যে
হানকের মাগটাকে পাওয়া গেছে এও
একটা আফ্লাদের বিষয় বটে। ছুঁড়ী
দেখতে মন্দ নয়, বয়স অল্প, আর নবযৌবন-
মদে একবারে যেন ঢলে ঢলে পড়ে। শাস্ত্রে
বলেছে যে যৌবনে কুঙ্করী ধন্য! [চতু-
দ্ভিক্ অবলোকন করিয়া] ইং! এখনও
না হবে তো প্রায় দুই তিন দণ্ড বেলা
আছে। কি উৎপাত!

[আনন্দ বাবুর প্রবেশ।]

কেও, আনন্দ নাকি? এসো বাপু এসো,
বাড়ী এসেছো কবে?

আন। [প্রণাম ও উপবেশন করিয়া]
আজ্ঞে, কাল রাতে এসে পৌঁছেছি।

ভক্ত। তবে কি সংবাদ, বল দেখি
ওনি।

আন। আজ্ঞে, সকলই সুসংবাদ।
অনেক দিন বাড়ী আসা হয় নি বলো মাস
খানেকের ছুটি নিয়ে এসেছি।

ভক্ত। তা বেশ করেছো। আমাদ
অঙ্গিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

আন। আজ্ঞে, অঙ্গিকার সঙ্গে কল-
কাত্য তে। আমাদ প্রায় বোকাই সাক্ষাৎ
হয়।

ভক্ত। কেন? তুমি না পাথরেঘাটায়
থাক?

আন। আজ্ঞে, থাকতেম্ বটে, কিন্তু
এখন উঠে এসে খিদিরপুরে বাসা করেছি।

ভক্ত। অঙ্গিকার দেখা পড়া হচে
কেমন?

আন। জেঠা মহাশয়, এমন কেবর
ছোকরা তো হিন্দুকালেজে আর ছাট নাই।

ভক্ত। এমন কি ছোকরা বললে
বাপু?

আন। আজ্ঞে কেবর, অর্থাৎ সচক্চর
—মেধাবী।

ভক্ত। হাঁ! তাঁ! ও তোমাদের
ইংরাজী কথা বটে? ও সকল বাপু,
আমাদের কাছে ভাল লাগে না। জহীন
কিনা চালাক্ বললে অমর। বুঝতে পারি।
ভাল, আনন্দ! তুমি বাপু অতি শিষ্ট ছেলে,
তা বল দেখি, অঙ্গিকার তো কোম অধর্মা-
চরণ শিখ্চে না?

আন। আজ্ঞে, অধর্মাচরণ কি?

ভক্ত। এই দেব ব্রাহ্মণের প্রতি অদ-
হেলা, প্রসন্নানের প্রতি ঘণা। এই সকল
ঋণিয়ানি মত—

আন। আজ্ঞে, এ সকল কথা আমি
আপনাকে বিশেষ করে বলতে পারি না।

ভক্ত। আমার বোধ হয় অশ্বিকা-
প্রসাদ কখনই এমন কুকর্ষাচারী হবে না—
সে আমার ছেলে কি না। প্রভো! তুমিই
সত্য। ভাল, আমি শুনেছি যে কল্কেতায়
না কি সব একাকার হয়ে যাচ্ছে; কায়স্থ,
ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত, সোণারবেণে, কপালি,
দাঁতি, জোলা, তেলি, কলু, সকলই না কি
একত্রে উঠে বসে, আর খাওয়া দাওয়াও
করে? বাপু, এ সকল কি সত্য?

আজ্ঞে, বড় যে মিথ্যা। তাও
নয়।

ভক্ত। কি সর্বনাশ! হিন্দুয়ানির
মর্যাদা দেখছি আর কোন প্রকারেই
রৈলো না! আর রৈবেই বা কেমন করে?
কলির প্রতাপ দিন্ দিন্ বাড়ছে বই ত নয়!
[দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া] রাধে-
কৃষ্ণ!

[গদাধরের প্রবেশ।]

কে ও?

গদা। আজ্ঞে, আমি গদা। [এক
পার্শ্বে দণ্ডায়মান]।

ভক্ত। [ইসারা]।

গদা। [ঐ]।

ভক্ত। [স্বগত] ইং, আজ্ কি
সম্ভা হবে না নাকি। [প্রকাশে] ভাল,
আনন্দ! শুনেছি—কল্কেতায় না কি বড়
বড় হিন্দু সকলে মুসলমান বাবুচাঁ রাখে?

আন। আজ্ঞে, কেউ কেউ শুনেছি
রাখে বটে।

ভক্ত। থু! থু! বল কি? হিন্দু

হয়ে নেড়ের ভাত খায়? রাম! রাম!
থু! থু!

গদা। [স্বগত] নেড়ের ভাত
খেলে জাত যায়, কিন্তু তাদের মেয়েদের
নিলে কিছু হয় না। বাঃ! বা! কতী-
বাবুর কি বুদ্ধি!

ভক্ত। অশ্বিকাকে দেখিচি আর
বিস্তর দিন কল্কেতায় রাখা হবে না।

আন। আজ্ঞে, এখন অশ্বিকাকে
কালেজ থেকে ছাড়ান কোন মতেই উচিত
হয় না।

ভক্ত। বল কি, বাপু? এর পরে
কি ইংরাজী শিখে আপনার কুলে কলঙ্ক
দেবে। আর “মরা গরুতেও কি বাস খায়”
এই বলে কি পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধটাও
লোপ করবে?

নেপথ্যে। [শব্দ, ধড়া, মৃদঙ্গ কর-
তাল ইত্যাদি]।

ভক্ত। এসো, বাপু, ঠাকুরদর্শন
করি গে।

আন। যে আজ্ঞে, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।]

গদা। [স্বগত] এখন বাবুরা তো
গেলো। [চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া]
দেখি একটু আরাম করি। [গদির উপর
উপবেশন]। বাঃ! কি নরম্ বিছানা
গা। এর উপরে বসলিই গাটা যেন ঘুম
ঘুম কতো থাকে। [উচ্চৈঃস্বরে] ও রাম!
নেপথ্যে। কে ও!

গদা। আমি গদাধর। ও রাম,
বলি একছিলিম্ অম্বুরী তামাক টামাক
খাওয়া না।

নেপথ্যে। রোস, খাওয়াচি।

গদা। [তাকিয়ায় ঠেঁশ্ দিয়া স্বগত]
আহা, কি আরামের জিনিস! এই বাবু
বেটারাই মজা করে নিলে। যারা ভাঙের

সঙ্গে বাটী বাটী দি আর হুদ খায়, আর
এমনি বালিসের উপর শৈশু দিয়ে বসে,
তাদের কতো সুখী কি আর আছে?

[তামাক লইয়া রামের প্রবেশ।]

‘রামিন’ ও কি ও? তুই যে আবার
ওখানে বসেছিস?

গদা। একবার ভাই বাবুগিরি করে
জমটা সফল করে নি। দে, ভকটা দে,
কস্তাবাবুর ফরসিতে আনতিস্ তো আরও
ভাল হতো। [হুঁকা গ্রহণ]।

রাম। হা! হা! হা! তুই
বাবুদের মতন তামাক খেতে কোথায়
শিখলি রে? এ যে ছাতারের নেতা!
হা! হা! হা!

গদা। হা! হা! হা! তুই ভাই
একবার আমার গাটা টেপুতো।

রাম। মরু শালা, আমি কি তোর
চাকোর? হা! হা! হা!

গদা। তোর পায় পড়ি ভাই, আয়
না। আচ্ছা, তুই একবার আমার গা
টিপে দে, আমি নৈলে আবার তোর গা
টিপে দেব এখন।

রাম। হা! হা! হা! আচ্ছা,
তবে আয়।

গদা। রোস, হুঁকাটা আগে রেখে
দি। এখন আয়।

রাম [গাত্র টেপন]।

গদা। হা! হা! হা! মরু, অমন
করে কি টিপতে হয়?

রাম। কেমন, এখন ভাল লাগে
তো। হা! হা! হা!

গদা। আজ ভাই ভারি মজা কলোমু,
হা! হা! হা!

রাম। [নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন
করিয়া] পালা রে পালা, ঐ দেখ কুর্ভাবার
আসচে।

• [হুঁকা লইয়া হাসিতে ২ যোগে প্রস্থান।
গদা। [পাত্রে রাখান করিয়া সগত]

বুড় বেটা এমন সময়ে এসে সব নষ্ট কলো।
ঈস! আজ বুড়র ঠাচু দেখলে হাসি পায়।
শান্তিপুরে ধুতি, জামদানের মেরজাই,
ঢাকাই চাদোর, জরির জুতো, আবার
মাথায় তাজ। হা! হা! হা!

[ভক্তবাবুর পুনঃপ্রবেশ।]

ভক্ত। ও গদা।

গদা। আক্ষেএএএ।

ভক্ত। ওরা কি এসেছে বোধ হয়?

গদা। আক্ষে, এতক্ষণে এসে থাকতে
পারবে, আপনি আসুন।

ভক্ত। যা তুই আগে দেখে
আয় গে!

গদা। যে আক্ষে।

[প্রস্থান।]

ভক্ত। [সগত] এই তাজটা মাথায়
দেওয়া ভালই হয়েছে। নেড়ে মাগীরে
এই সকল ভাল বাসে; আর এতে এই
একটা আরও উপকার হচ্ছে যে টিকিটা
ঢাকা পড়েছে। [উচ্চৈঃস্বরে] ও রামা—
নেপথ্যে। আক্ষে যাই।

ভক্ত। আমার হাতবাক্সটা আর
আরসিধানা আনতে। [সগত] দেখি,
একটু আতর গায় দি! নেড়েরা আবাল-
বৃদ্ধবনিতা আতরের খোসাবু বড় পছন্দ
করে, আর ছোট শিশিটাও টেকে করে
সঙ্গে নে যাই। কি জানি মাগীর গায়ে
প্যাঞ্জের গন্ধ টক থাকে, না হয় একটু
আতর মাখিয়ে তা দূর করবো।

[বাক্স ও আরসি লইয়া রামের
পুনঃপ্রবেশ।]

ভক্ত। [আরসিতে মুখ দেখিয়া আত-
রের শিশি লইয়া বাক্স পুনরায় বন্ধ

করিয়া] এই নে যা, আর দেখ্, যদি কেউ আসে তো বলিস্ যে আমি এখন জপে আছি।

রাম। যে আছে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। [পরিক্রমণ করিয়া স্বগত]
আঃ! গদা বেটা যে এখনও আস্চে না?
বেটা কুড়ের শেষ।

[গদার পুনঃপ্রবেশ।]

কি হলো রে?

গদা। আছে, পিসী তাকে নে গেছে,
আপনি আসুন।

ভক্ত। ওরে চন্দ্র খাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

এক উদ্যানের মধ্যে এক ভগ্ন
শিবের মন্দির।

বাচস্পতি ও হানিকের প্রবেশ।

বাচ। ও হানিক্?

হানি। জী।

বাচ। এই তো সেই শিবমন্দির;
এখনো তো দেখ্ছি কেউ আসেনি। তা
চল, আমরা ঐ অশ্বখগাছের উপরে এই
বেলা লুকিয়ে বসে থাকি গে।

হানি। আপনার যেমন মন্দির।

বাচ। কিন্তু দেখ্, আমি যতক্ষণ না
ইসারা করি, তুই চুপ করে বসে থাকিস।

হানি। ঠাছর, তাতে থাকুপো;
লেকিন্ আমার সামুনে যদি আমার বিবীর
গায়ে হাত দেয়, কি কোন রকম বেইজ্ঞান
কত্তি যায়, তা হলি তো আমি তখনি সে
হারামজাদা বেটার মাথাটা টাঙে ছিড়ে

ফেলাবো! আমার তো এখন আর
কোন ভয় নেই; আমি দোসরা এলাকায়
ঘরের ঠাকুনা করছি।

বাচ। [স্বগত] বেটা একে সাক্ষাৎ যম
দূত, তাতে আবার য়েগেছে, না জানি
আজ্ একটা কি বিভ্রাটই বা ঘটায়।
[প্রকাশে] দেখ্, হানিক্, অমন রাগুণে
চলবো না, তা হলে সব নষ্ট হবে; তুই
একটু স্থির হয়ে থাক্।

হানি। আরে থোও ম্যানে, ঠাছর!
আমার লহ গরম্ হয়ে উঠেছে, আর হাত
দুখানা যেন নিমপিস কছেছে,—একবার
শালারে এখন পালি ছপ, তা হলি মনের
মাপে তারে কিনবে দেবাম ছাড়া যান
আর কি?

বাচ। না তবে আমি এর মবে
নাই; আমার কথা যদি না শুনিম তবে
আমি চলোম। [গমনোদ্যত]

হানি। আরে, বও না, ঠাছর! এত
গোসা হতেছ কেন? ভাল, কও দিনি
আমি এখানে যদি চুপ করে থাকি তা হলি
আখেরে তো শালারে সোধ দিতে
পারবো?

বাচ। হা, তা পারবি বৈ কি।

হানি। আচ্ছা, তবে চল, তুমি স
বলবে তাই করবো এখনে।

বাচ। তবে চল, ঐ গাছে উঠে চুপ
করে বসে থাকিপে।

[উভয়ের প্রস্থান।

[কতমা ও পুঁটির প্রবেশ।]

কতে। ও পুঁটি দিদি! মোরে এ
কোথায় আনে ফ্যালালি? না ভাই,
মোরে বড় ডর লাগে, মাপেই থাকে না কি
হবে কিছু কতি পারি নে।

পুঁটি। আরে এই যে শিবের মন্দির,
আর তো দুকোশ পাঁচকোশ বেতে হবে

না। তা এইখানে দাঁড়া না! কতাবাদু ততক্ষণ আসুন।

ফতে। না ভাই, যে আদার, বড় ডর লাগে। এই বনের মদি মোরা হুটিতি কেমন কোরে থাকপো।

পুঁটি। [স্বগত] বলে মিথ্যা নয়। যে অন্ধকার, পাটাও কেমন ছম্ ছম্ করে, আবার শুনেছি এখানে না কি ভাতের ভয়ও আছে। [পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া] আঃ এর যে আর আসা হয় না।

ফতে। তুই নৈলে থাক ভাই, মুই আর রতি পারবো না। [গমনোদ্যত]।

পুঁটি। [ফতের হস্ত ধারণ করিয়া] আমর, হুঁড়ী! আমি থাকলে কি হবে? [স্বগত] হায়, আমার কি এখন আর সে কাল আছে? তালশাস পেকে শক্ত হলো আর তাকে কে খেতে চায়? [প্রকাশে] তুই, ভাই, আর একটুখানি দাঁড়া না। কতাবাদু এলো বলো।

ফতে। না ভাই, মুই তোর কড়ি পাতি চাই নে, মোর আদমি একথা মাসুম কতি পালি মোরে আর আস্তা রাখপে না।

পুঁটি। আরে, মিছে ভয় করিম কেন? সে কেমন করে জানতে পারবে বল? সে কি আর এখানে দেখতে আমছে? তা এতো ভয়ই বা কেন? একটু দাঁড়া না। [সচকিতে স্বগত] ওমা, ঐ মন্দিরের মতো কি একটা শক্ত হলো না? রাম! রাম! [ফতেকে ধারণ।]

ফতে। [বিষয় ভাবে] তুই যদি না ছাড়িস ভাই তবে আর কি করবো; এখনে আল্লা যা করে! তা চল মোরা ঐ মন্দিরের মদি যাই; আবার এখানে কেটা কোন দিক হতে দেখতি পাবে।

পুঁটি। না না না, এই কাকেরি ভালো! [স্বগত] আঃ, এ বুড় ডেকুর মরেছে না কি?

ফতে। [সচকিতে] ও পুঁটি দিদি, ঐ দেখ্ দেখি কে হুজন্ আসচে, আমি ভাই ঐ মসজিদের মদি হুকুই।

পুঁটি। না লো মা, ঐ খানে দাঁড়া না। আমি দেখ্ চি, বুখি আমাদের কতাবাবুই না হবে। [দেখিয়া] হাঁ তো, ঐ যে তিনিই বটে, আর সঙ্গে গদা আসচে। আঃ, বাঁচলেম্।

ফতে। মা ভাই, মুই তবে যাই।

পুঁটি। আরে, দাঁড়া না; যাবি কোথা?

[ভক্ত ও গদাধরের প্রবেশ]

পুঁটি। আঃ, কতাবাদু, কতক্ষণ দাড়িয়ে দাড়িয়ে পা বরে গিয়েছে। আপনি দেরি কল্যেন বলে আমরা আরো ভাব-ছিলেম, ফিরে যাই।

ভক্ত। হ্যা, একটু বিশ্রাম হয়েছে বটে—তা এই যে আমার মনোমোহিনী এসেছেন। [স্বগত] আহা যবনী হোলো! হায় বরো মেল কি? উঁড়ি রূপে মেল সাক্ষাৎ পক্ষী! তেঁতে আস্তাকুড়ে দোদার চান্দ হ! [প্রকাশে গদাধর প্রতি] গদা তুই, একটু এগিয়ে দাঁড়া হো মেল এদিয়ে কেমন এসে পড়ে।

গদা। যে আচ্ছো!

ভক্ত। ও পুঁটি এটা হো বড় লাগুক দেখ্ চি রে, আমার দিনে একবার চাইতেও কি নাই? [ফতের প্রতি] সুন্দরি, একবার বদন্ তুলে হুটো কথা কও, আমার জীবন সার্থক হউক। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!—ভায় লজ্জা কি?

গদা। [স্বগত] আর ও নাম কেন? এখন আল্লা আল্লা বলো।

ভক্ত। আহা! এমন খোস-চেহারা
কি হানসের ঘরে সাজে? রাজরাণী হোলে
তবে এর যথার্থ শোভা পায়।

ময়ূর চকোর শুক চাককে না পায়।

আয় বিধি পাকি আম টাড়কাকে খায়।

বিধুমণি, তোমার বদনচন্দ্র দেখে আজ
আমার মনকুমুদ প্রকুশ হোলো!—আঃ!

পুঁটি। [স্বগত] কভা আজ বাদে
কাল সিঙ্গে কুববেন, তবু রসিকতাটুকু
ছাড়েন না। ওমা! ছাইতে কি আগুন
এতকালও থাকে গা? [প্রকাশে] কভা-
বাবু, ও নেড়েদের মেয়ে, ওরা কি ওসব
বোঝে?

ভক্ত। আরে, তুই চপু কর না কেন?

পুঁটি। যে আছে।

কভে। পুঁটি দিদি, মুই তোমার পায়ে
দেগাম করি। তুই মোকে হেথা থেকে
নিয়ে চল।

পুঁটি। আমার একশো বার ঐ কথা?
বাবু এত করে বলচে তবু কি তোমার আর
মন ওঠে না? হাজার হোক, নেড়ের
জাত কি না,—কথায় বলে “তেতুল নয়
মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি।” কভাবাবুকে
শোনে কত গমুন কায়েতে বড়ো যায়,
কতুই নেড়ে বেত নস, তেতুলের জাত
যাচ্ছে, না বস্ম আছে? বরং ভাগি
করে মান যে, বাবুর চোখে পড়েছিল।

কভে। না ভাই, মুই অনেকক্ষণ
বর চেড়ে এসেছি, মোর আদমি আসে
এখনি মোকে খোজ করবে, মুই যাই
ভাই।

ভক্ত। [অকল বাবুর করিয়া]
সেইমি তুমি যদি যাবে, তবে আমি আর
পড়বো কিমস?—তুমি আমার প্রাণ—
তুমি আমার কলিঙ্গ—তুমি আমার
চন্দ্রোপকরণ।

“তুমি প্রাণ, তুমি বন, তুমি মন, তুমি জন,
নিকটে দেখণ থাক সেইক্ষণ ভাল লো।
যত জন আর আছে, তুচ্ছ করি তোমা কাছে,
ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কাল লো।”

তা দেখে ভাই, বুড় বল্যে হেলু করো
না; তুমি যদি চলে যাও তা হলে আর
আমার প্রাণ থাকবে না।

গদা। [স্বগত] তেনা মোর বন রে?
ঐ তো বটে।

পুঁটি। কভাবাবু, কভির ভয় হচো
যে পাছে ওকে কেউ এখানে দেখতে
পায়; তা ঐ মন্দিরের মধ্যে গেলেনই ত
ভাল হয়।

ভক্ত। [চিহ্নিত ভাবে] জ্যা—
মন্দিরের মধ্যে?—হাঁ; তা ভয়শিবে তো
শিবত নাই, তার ব্যাবস্থাও নিয়েছি।
বিশেষ এমন স্বর্গের অপসরীর জগো হিন্দু-
য়ানি ত্যাগ করাইবা কোন চার?

নেপথ্যে গম্বীর সরে। বটে রে পানও
নরান্থম ছরাচার?

ভক্ত। [সত্যাসে চতুর্দিকে দেখিয়া]
জ্যা—আ—আ—আ—আমি না! ও
বাবা! একি? কোথা যাব!

পুঁটি। [কম্পিত কলেবরে] রাম
রাম—রাম—রাম! আমি ওগনি ত
জানি—রাম—রাম—রাম!

ভক্ত। ও গদা! কাছে আয় না।
গদা। [কম্পিত কলেবরে] আপে
বাঁচি, তবে—

[নেপথ্যে ওগার ধনি।]

পুঁটি। ই—ই—ই—ই! [ভূতসে
পতন ও মুচ্ছ।]

ভক্ত। রাবাগাম—রাবাগাম!—ও
মাগো—কি হবে!

[নেপথ্যে]। এই দেখ না বি হয়?

ভক্ত। [কর ঘোড় করিয়া সকাত্তরে]
বাবা! আমি কিছু জানি নে, দোহাই

বাবা, আমাকে ক্ষমা কর । [অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত] ।

[ওষ্ঠ ও চিবুক বস্ত্রাবৃত করিয়া হানি-
ফের দ্রুত প্রবেশ, গদাকে চপেটাঘাত ও
তাহার ভূতলে পতন, পরে ভক্তের পৃষ্ঠদেশে
বসিয়া মুষ্টিাঘাত এবং পুঁটিকে পদ প্রহার
করিয়া বেগে প্রস্থান] ।

ভক্ত। আ—আ—আ !

[নেপথ্য হইতে বাচস্পতির রাম-
প্রসাদী পদ—“মায়ের এই তো বিচার
বটে, বটে বটে গো আনন্দময়ি, এই তো
বিচার বটে,” এবং প্রবেশ] ।

গদা। [দেখিয়া] এই যে দাদা-
ঠাকুর এসেছেন ! আঃ ! বাচলেম্ ;
বামুনের কাছে ভূত আসতে পায় না !
[পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া] বাবা !
ভূতের হাত এমন কড়া ।

বাচ। একি ! কত্তাবাবু যে এমন করে
পড়ে রয়েছেন ?—হয়েছে কি ? জ্যা ?

ভক্ত। [বাচস্পতিকে দেখিয়া গত্রো-
থান করিয়া] কে ও ? বাচপোং দাদা
না কি ? আঃ ! ভাই, আজ ভূতের হাতে
মরে গিলেম আর কি ? তুমি যে এসে
পড়েছো, বড় ভাল হয়েছে ।

পুঁটি। [চেতন পাইয়া] রাম—
রাম—রাম—রাম !

গদা। ও পিসি, মেটা চলে গিয়েছে,
আর ভয় নাই, এখন উঠ ।

পুঁটি। [উঠিয়া] গিয়াছে ! আঃ,
রক্ষে হোলো ! তা চল, বাছা, আর এখানে
নয় ; আমি বেঁচে থাকলে অনেক রোজ-
গার হবে ! [বাচস্পতিকে দেখিয়া] ওমা !
এই যে ভট্টচাক্জি মোশাই এখানে
এসেছেন ।

বাচ ! কত্তাবাবু, আমি এই দিক্
দিয়ে থাক্ছিলেম, মাতৃঘের গোঁগানির শব্দ

শুনৈ এখানে এলেম্ । তা বলুন দেখি
ব্যাপারটাই কি ? আপনাই বা এ সময়ে
এখানে কেন ? আর এরাই বা কেন
এসেছে ? এতো দেখছি হানিফগাজীর
মাগ ।

ভক্ত [সগত] এক দিকে বাচলেম্,
আর এক দিকে যে বিষম বিভ্রাট !
করি কি ? [প্রকাশে বিনীত ভাবে] ভাই,
তুমি তো সকলি বুঝেছ, তো আর লজ্জা
দিও না । আমি যেমন কষ্ট করেছিলেম
তার উপযুক্ত কলও পেয়েছি । তা হ্যাঁদেখ
ভাই, তোমার হাতে ধরে বলচি, এই
ভিক্ষাটি আমাকে দেও, যে একথা যেন
কেউ টের না পায় । বুড়, বয়েসে এমন
কথা প্রকাশ হলে আমার কুলমানে একে-
বারে ছাই পোড়বে । তুমি ভাই, আমার
পরম আত্মীয়, আমি আর অধিক কি
বলবো ।

বাচ। সে কি, কত্তাবাবু ? আপনি
হলেন বড়মানুষ—রাজা ; আর আমি
হলেম্ দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আর সেই ব্রহ্মজটক
যাওয়া অবধি দিনাহেও অন্ন খোনি ভার,
তা আমি আপনার আশ্রয় ছাড়া এমন ভাণ্ডা
কি করেছি ?—

ভক্ত। হয়েছে—হয়েছে, ভাই !
আমি কলাই তোমার মে বক্ষের জমী
ফিরে দেবো, আর দেখ, তোমার মাতৃস্বাদে
আমি যৎসামান্য কিঞ্চিৎ দিয়েছিলেম,
তা আমি তোমাকে নগদ আরও পঞ্চাশটি
টাকা দেবো, কিন্তু এই কষ্টটি করো যেন
আজকের কথাটা কোনরূপে প্রকাশ না
হয় ।

বাচ। [হাস্তমুখে] কত্তাবাবু, কষ্টটা
বড় গর্হিত হয়েছে অবশ্যই বলতে হবে ;
কিন্তু যখন ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ দান কতো
স্বীকার হলেন, তখন তার তো এক প্রকার

প্রায়শ্চিন্তই করা হলো, তা আমার সে কথার প্রসঙ্গই বা প্রয়োজন কি ?—তার জন্তে নিশ্চিত থাকুন।

[স্বাভাবিক বেশে হানিক গাজির প্রবেশ]

হানি। কত্তাবাবু সালাম করি।

ভক্ত। [অতি ব্যাকুল ভাবে] এ কি ! আঁ! এ আবার কি সর্বনাশ উপস্থিত ?

হানিক !—[হস্ত মুখে] কত্তাবাবু, আমি ঘরে আশ্বে ফতিরি তল্লাস কলাম, তা সকলে কলে যে সে এই ভাঙ্গা মন্দিরির দিকে পুঁটির সাথে আয়েছে; তাই তারে টুড়তি টুড়তি আশ্বে পড়িছি ! আপনাদের মোছলমান হতি সাধ্ গেছে, তা জানতি পান্নি, ভাবনা কি ছিল ? ফতি তো ফতি, ওর চায়েও সোণার চাঁদ আপনাদের আশ্বে দিতি পাত্তাম, তা এর জন্তি আপনি এত তজ্জি নেলেন কেন ? তোবা ! তোবা !

ভক্ত। [চিন্তা করিয়া নম্রভাবে] বাবা হানিক, আমি সব বুঝেছি, তা আমি গেনন তোমার উপরে অহেতু জাভাচার করেছিলাম, তেন্নি তার বিধিত শাস্তিও পেয়েছি, আর কেন ? এখন ক্ষান্ত দাও। আমি বরঞ্চ তোমাকে কিছু দিতেও রাজি আছি, কিন্তু বাপ একথা যেন আর প্রকাশ না হয়, এই ভিক্ষাটি আমি চাই ॥ হে বাবা, তোর হাতে ধরি !

হানি। সে কি, কত্তাবাবু ?—আপনি যে নাড়োদের এত গাল পাড়তেন, এখানে আপনি খোদ সেই নাড়ো হাত বসেছেন, এর চেয়ে খুসীর কথা আর কি হতি পারে ? তা এ কথা তো আমার জাত কুটুম্ গো কতিই হবে।

ভক্ত। সর্বনাশ !—বলিস্ কি হানিক ? ও বাচ্চপোং দাদা, এই বারেরই

তো গেলেম্। তাই, তুমি না রক্ষে কল্যে আর উপায় নাই। তা একবার হানিককে তুমি দুটো কথা বুঝিয়ে বলো।

বাচ। [ঈষৎ হস্ত মুখে] 'হানিক' একবার এদিকে আয় দেখি, একটা কথা বলি। [হানিককে একপার্শ্বে লইয়া গোপনে কথোপকথন]।

ভক্ত। রাধে—রাধে—রাধে, এমন বিভাটে মানুষ পড়ে ! একে তো অপমানের শেষ, তাতে আবার জাতের ভয়। আমার এমনি হচো যে পৃথিবী হুভাগ হলে আমি এখনি প্রবেশ করি। যা হোক, এই নাকে কাণে খত, এমন কর্ম্ম আর নয়।

ফতি। [অগ্রসর হইয়া সহাস্ত বদনে] কেন, কত্তাবাবু ?—নাড়োর মায়ে কি এখনে আর পছন্দ হচ্ছে না ?

ভক্ত। দূর হ, হতভাগি, তোর জন্তেই ত আমার এই সর্বনাশ উপস্থিত !

ফতি। সে কি, কত্তাবাবু ?—এই, মই আপনার কল্জে হচ্ছেলাম, আরো কি কি হচ্ছেলাম ; আবার এখন মোরে দূর কন্তি চাও।

ভক্ত। কেবল তাকে দূর ? এ জঘন্ত কর্ম্মটাই আজ অবধি দূর কল্যেম্। এতোতেও যদি ভক্তপ্রসাদের চেতন না হয়, তবে তার বাড়ি গর্দিত আর নাই।

গদা। [জনান্তিকে] ও পিসি, তবেই তো গদার পেসা উঠলো !

পুঁটি। উঠুক বাছা ; গতর থাকে তো ভিক্ষে মেগে থাকো। কে জানে মা যে নেড়ের মেয়েগুলর সঙ্গে পোষা ভূত থাকে ? তা হলে কি আমি এ কাজে হাত দি ?

বাচ। [অগ্রসর হইয়া] কত্তাবাবু, আপনি হানিককে দুটিশত টাকা দিন, তা হইলেই সব গোল মিটে যায়।

ভক্ত। হু-শো টা-কা! ও বাবা, আমি যে ধনে প্রাণে গেলেম। বাচপোং দাদা, কিছু ফল জন্ম কি হয় না?

• বাচ। আজ্ঞা না, এর কমে কোন মতেই হবে না।

ভক্ত। [চিন্তা করিয়া] আজ্ঞা তবে চল, তাই দেব। আমি বিবেচনা করে দেখলেম যে এ কর্মের দক্ষিণান্ত এই-রূপেই হওয়া উচিত। যা হোক তাই, তোমাদের হাতে আমি আজ বিলক্ষণ উপদেশ পেলেম। এ উপকার আমি চির-

কালই স্মীকার করবো। আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলাম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও গেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে, এমন হুস্মৃতি যেন আমার কখন না ঘটে।

বাহিরে ছিল সাধুর আকার, মনটা কিন্তু ধর্ম খোয়া।
পুণ্য থাতায় জন্ম শূন্য, ভণ্ডামিতে চারটি পোয়া ॥
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে, হাড়ভাঙিয়ে ধোয়ের মোয়া
যেমন কর্ম ফললো ধর্ম, "গুড়লালিকের ঘাড়ে রৌ" ॥

[সকলের প্রস্থান।]

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।

